

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

10324 - তালবিল ইলমেরে আদবসমূহ

---

প্রশ্ন

আল্লাহ আমার প্রতি ইলম অনুবষণ শুরু করার অনুগ্রহ করছেন। আপনারা আমাকে কী কী শিষ্টিচারে ভূষিত হওয়ার নসীহত করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নশিচয় ইলম অর্জনরে বশে কিছু আদব রয়েছে; একজন তালবিল ইলমেরে সবে আদবগুলোতে সুশোভিত হওয়া উচিত। আমরা আপনার সমীপে সবে আদব ও উপদেশগুলো পশে করছি; আশা করি আল্লাহ সগেলোর মাধ্যমে আপনাকে উপকৃত করবেন:

এক:

ধরৈয: প্রিয় ভাই, নশিন্দহে ইলম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। পরশ্রমরে সড়িনি পরেয়ে উচ্চ শখিরে পটৌছা যায় না। কবি আবু তাম্মাম নজিকে সম্বোধন করে বলেন:

ছড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পটৌছতে চাই, সাধারণতঃ যথোয় পটৌছা যায় না। কঠনি শখিরে পটৌছতে হয় কাঠনিয পার হয়ে, সহজ স্তরে পটৌছা যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শখিরে নাগাল পতে চাও? মধু খতে হলে মধুকররে হুলে বদিধ হতে হয়।

অন্য এক কবি বলেন:

তুমি বৃদ্ধরে গততি মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যরো কষ্টরে চূড়ান্তে পটৌছে লুঙ্গি ফলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠনি পরশ্রম করে তাদরে অধিকাংশ কলান্ত হয়ে পড়ছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালিয়ে যায় ও ধরৈয রাখে। তুমি মর্যাদায় পটৌছাকে খজের খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি ততি ঔষুধ চটে খাওয়া ব্যতীত মর্যাদার সীমানায় পটৌছতে পারবে না।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সুতরাং ধরৈয় ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জহাদরে সবার হয় সামান্য কিছু সময়ের জন্য; কিন্তু তালবিল ইল্মকে জীবনরে শেষে মূহুর্ত পর্যন্ত ধরৈয় ধরতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈয় ধারণ কর, ধরৈয়ে প্রত্যাগতি কর এবং সর্বদা যুদ্ধরে জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর যাতো তোমরা সফলকাম হতে পার।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ২০০]

দুই: কর্মনিষ্ঠা

আপনি নিষ্ঠার সাথে কর্ম করুন। আপনার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল; লৌকিকতা ও সঙ্গী-সাথীদের উপরে উঠার লিপ্সা থেকে বঁচে থাকুন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি জিঞ্জানারজন করে আলমিদরে ওপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহলি-মুরখদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।”[সুনানে নাসাঈ (২৬৫৪), আলবানী সহহিন নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

মোটকথা আপনার ভেতর ও বাহির বড়-ছোট সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র হতে হবে।

তিন: ইল্ম অনুযায়ী আমল করা:

জনে রাখুন, আমল হচ্ছে- ইল্মের ফলাফল। যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত; আল্লাহ কুরআনে যাদের ক্ষেত্রে সর্বনিক্ষেপ উদাহরণ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন: “যাদেরকে তওরাত দোয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মথিয়া বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিক্ষেপ। আল্লাহ জালমে সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।”[সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫]

আর যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত। যাদেরকে সূরা ফাতহাতে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি যে যে কতিবগুলো পড়বেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে ২০১৯ নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বধিায় সে উত্তরটি পড়ে নিন।

চার:

আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভূতিলালন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটা মনে জাগ্রত রাখা উচিত। ভয় ও আশা এ দুয়ের মাঝে আপনি আপনার রবের দিকে আগাচ্ছেন। একজন মুমিনের

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জন্য এ দুটো গুণ পাখরি দুই ডানার তুল্য। পরপূর্ণভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হোন; যাতে করে আপনার অন্তর আল্লাহর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠে, আপনার জহিবা যকিরি পরপূর্ণ হয়ে উঠে। আল্লাহর বধিান ও গুঢ় রহস্যগুলো জনে আনন্দ-খুশি-উচ্ছ্বসতি হয়ে উঠে। প্রত্যকে সজিদাতে গিয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন যনে আল্লাহ্ আপনার জন্য ইল্মরে দ্বার খুলে দনে, আপনাকে উপকারী ইল্ম দান করনে। নশ্চয় আপনি যদি আল্লাহর সাথে বশ্বিস্ত হন আল্লাহ্ আপনাকে তাওফকি দবিনে, আপনাকে রাব্বানী আলমেদরে মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দবিনে।

পাঁচ: সময়রে সদব্যবহার করা:

ওহে বুদ্ধমিন, আপনার যটৌনকে, জীবনকালকে ইল্ম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগান। এই তো করব, আগামীতে করব এ ধরণে ধোকা যনে আপনাকে প্রবঞ্চতি না করে। আপনার জীবন থেকে যে ঘণ্টাটি চলে যাচ্ছে সটোর কোন প্রতিস্থাপন নহে, সটোর কোন বদলি নহে। আপনার পারিপার্শ্বিকি ব্যস্ততা, লক্ষ্যপানরে পথে প্রতবিন্দকতা, সর্বোচ্চ পরশ্রম ও উদ্দীপনা বনিয়োগরে রাস্তায় বাধা-বপিত্তি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। কেননা এ বাধাগুলো হচ্ছে- যাত্রাপথরে দস্যুর মত। এ কারণে সলফে সালহীন পরবার থেকে দূরে ও স্বদেশে ত্যাগ করে ইল্ম হাছলি করাকে মুস্তাহাব মনে করতনে। কেননা চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সটো গুঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা একজন লোকরে অন্তরে দুটো অন্তর রাখেননি। আরও বলা হয় আপনি যদি ইল্মকে আপনার পুরাটুকু না দনে ইল্ম আপনাকে সামান্যটুকুও দবি না।

ছয়: সতর্কতা:

ইল্ম অর্জনের সূচনালগ্নে আপনি আলমেদরে মতভেদে কহিবা সাধারণ মানুষরে মতভেদে পছনে পড়বেন না। কারণ এটি স্মৃতিকি হয়রান করে ফলে, ববিকে-বুদ্ধিকি কথিকর্তব্যবমিট করে দেয়। নানাবধি কতিবপুস্তক থেকেও আপনি সতর্ক থাকবেন। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যি কতিব পড়ছেন বা যি বিষয়টি পড়ছেন সটোকে আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কতিব থেকে আরকে কতিবে স্থানান্তরতি হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এটি অস্বস্তি ও বফিলতার আলামত। আপনার উচতি প্রত্যকে শাস্ত্ররে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দোয়া, এরপর এর চয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দোয়া।

সাত:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পাকাপোক্‌তভাবে মুখস্ত করা: আপন‌ি‌য়া মুখস্ত করতে চান স‌ট‌ো ক‌োন শাইখ‌রে তত্‌ত্বাবধান‌ে ক‌থি‌বা অন্য কার‌ো সহ‌যোগি‌তা নিয়ে সু‌ন‌পিন‌ভাবে শু‌দ্ধ করে ন‌তি‌ে স‌চ‌ষ‌েট‌ হ‌োন‌; এ‌র‌পর প‌োক্‌ত‌ভাবে মুখ‌স্ত করুন‌। এ‌র‌পর দ‌নি‌রে ন‌রি‌দ‌ষি‌ট‌ এক‌টি স‌ম‌য়‌ে ব‌ার‌বার আ‌ও‌ড়া‌তে থ‌াক‌ুন‌ য‌াত‌ে করে আপন‌ি‌য়া মুখ‌স্ত কর‌ে‌ছেন‌ তা ভুল‌ে না য‌ান‌।

আ‌ট‌:

ক‌তি‌ব অ‌ধ্য‌য়‌ন‌: আপন‌ি‌ ছ‌োট‌ ছ‌োট‌ পু‌স্ত‌ক‌ি‌গ‌ুল‌ো মুখ‌স্ত করা, এ‌গ‌ুল‌োর ব‌্যা‌খ‌্যা আ‌ত‌ম‌স্থ করা এ‌ব‌ং এ‌গ‌ুল‌োর ম‌ধ্য‌ে য‌স‌ে‌ব গ‌ুর‌ুত্ব‌পূ‌রণ জ‌ট‌লি‌তা ও ফ‌ায়‌দ‌ো র‌য়‌ছে‌ে স‌গ‌ুল‌ো র‌প্ত করার পর আপন‌ি‌ ব‌ড় ক‌ল‌ব‌ের‌রে ক‌তি‌ব‌প‌ত‌্র অ‌ধ্য‌য়‌ন‌ে ম‌ন‌োন‌ব‌ি‌শ‌ে কর‌ব‌নে‌। স‌ার্ব‌ক‌্ষ‌ণ‌ক‌ি প‌ড়া‌শু‌ন‌ায় থ‌াক‌ব‌নে‌। য‌খন‌ই ক‌োন মূল‌্য‌ব‌ান ফ‌ায়‌দ‌ো, সু‌ক‌্ষ‌্ম ম‌াস‌য়া‌লা, ব‌রিল শা‌খ‌া ম‌াস‌য়া‌লা, ক‌োন জ‌ট‌লি‌তার স‌মা‌ধান ক‌থি‌বা স‌ম‌জ‌াত‌ীয় ব‌ধি‌ান‌গ‌ুল‌োর মা‌ঝ‌ে পার্থ‌ক‌্য আপন‌ার ন‌জ‌র‌ে প‌ড়‌বে সা‌থে সা‌থে স‌ট‌ো ন‌োট‌ কর‌ব‌নে‌। এ‌টা স‌ক‌ল শা‌স‌ত‌্র‌রে ক‌্ষ‌ত‌্রে‌ই‌। ক‌োন এক‌টি ফ‌ায়‌দ‌ো শুন‌লে ক‌থি‌বা ক‌োন এক‌টি ক‌ায়‌দ‌ো জান‌লে আপন‌ি‌ স‌ট‌োক‌ে ছ‌োট‌ ম‌ন‌ে কর‌ব‌নে‌ না; ব‌র‌ং সা‌থে সা‌থে স‌ট‌ো ন‌োট‌ কর‌ব‌নে‌ এ‌ব‌ং মুখ‌স্ত করে ন‌ব‌িন‌ে‌।

ইল‌্ম অ‌র‌্‌জন‌রে ক‌্ষ‌ত‌্রে‌ে আপন‌ার উ‌চ্‌চ‌াকাঙ্‌ক‌্ষ‌া থ‌াকা চ‌াই‌। তাই আপন‌ার ব‌শ‌ে‌ই‌ল‌্ম অ‌র‌্‌জন‌ করার স‌াম‌র‌্থ‌্য থ‌াকা স‌ত্‌ত্ব‌ে‌ও অ‌ল‌্প‌তে‌ে ত‌ুষ‌ট‌ হ‌ব‌নে‌ না‌। ন‌বী‌দ‌রে মী‌রা‌ছ স‌াম‌ান‌্য‌ট‌ুক‌ু প‌য়ে‌ে আপন‌ি‌ ত‌িপ্ত হ‌ব‌নে‌ না‌। ক‌োন এক‌টি ফ‌ায়‌দ‌ো অ‌র‌্‌জন‌ করার সু‌য‌োগ‌ে থ‌াক‌লে স‌ট‌ো হ‌াত‌ ছ‌া‌ড়া কর‌ব‌নে‌ না‌। আ‌গ‌ামী‌তে শ‌খিব এ‌ ধ‌োক‌া য‌নে আপন‌াক‌ে প্র‌ব‌ঞ্‌চ‌তি না‌ করে‌। কার‌ণ‌ র‌খে‌ে দ‌য়‌োর অ‌ন‌কে স‌ংক‌ট‌ আ‌ছে‌। আর আপন‌ি‌ ব‌র্ত‌মান‌ স‌ম‌য়‌ে য‌দি‌ এই ফ‌ায়‌দ‌ো‌টা শ‌খি‌ে ফ‌লে‌তে পার‌নে‌ দ্ব‌ত‌ীয় স‌ম‌য়‌ে আপন‌ি‌ অ‌ন‌্য ক‌ি‌ছু শ‌খি‌তে পার‌ব‌নে‌।

ব‌ক‌োর‌ত্ব‌ ক‌থি‌বা দ‌ায়‌ত্ব‌রে প্র‌ত‌বিন্ধ‌ক‌তা আ‌স‌ার পূ‌র‌ব‌ে আপন‌ি‌ আপন‌ার অ‌ব‌স‌র‌ ও ক‌র‌্ম‌ম‌ো‌দ‌ী‌প‌ন‌াম‌য়‌ স‌ম‌য়‌ক‌ে কাজ‌ে লা‌গ‌ান‌। সু‌স‌্থ‌তা ও য‌ট‌ো‌ন‌ক‌াল‌ক‌ে গ‌নী‌ম‌ত‌ ম‌ন‌ে কর‌ুন‌। আপন‌ার স‌্ম‌ত‌রি‌ ন‌র‌িম‌ল‌তা ও ব‌্য‌স‌ত‌তার স‌্ব‌ল‌্প‌ত‌াক‌ে সু‌য‌োগ‌ে হ‌সি‌বে‌ে গ্র‌হ‌ণ‌ কর‌ুন‌।

আপন‌ার য‌ে ক‌তি‌ব‌গ‌ুল‌ো প্র‌য়‌জ‌ো‌ন‌ স‌গ‌ুল‌ো পা‌ও‌য়ার জ‌ন‌্য‌ সা‌ধ‌্য‌ম‌ত‌ চ‌ষ‌ে‌টা কর‌ুন‌। ক‌নে‌না ক‌তি‌ব‌ হ‌ছ‌ছে‌- ইল‌্ম অ‌র‌্‌জন‌রে মা‌ধ্য‌ম‌। ক‌োন উপ‌কার‌ ছ‌া‌ড়া ব‌শ‌ে‌ ব‌শ‌ে‌ ক‌তি‌ব‌ স‌ং‌গ্র‌হ‌ করা য‌নে আপন‌ার ইল‌্মী অ‌র‌্‌জন‌ না‌ হয়‌, আপন‌ার ব‌োধ‌শ‌ক‌ত‌রি‌ অ‌ংশ‌ না‌ হয়‌। ব‌র‌ং আপন‌ার ক‌র‌্ত‌ব্য‌ হ‌ছ‌ছে‌- সা‌ধ‌্যানু‌য‌ায়ী ক‌তি‌ব‌গ‌ুল‌ো থ‌কে‌ে ফ‌ায়‌দ‌ো ন‌য়‌োর চ‌ষ‌ে‌টা করা‌।

ন‌য়‌: স‌ঙ্‌গ‌ি‌ ন‌রি‌বা‌চ‌ন‌ করা‌:

আপন‌ি‌ এক‌জন‌ ন‌কে‌কার‌ ও ইল‌্ম‌ নিয়ে ব‌্য‌স‌্ত‌ থ‌াক‌ে, স‌্ব‌ভ‌াব‌ প্র‌ক‌্ত‌ি‌ভ‌িল‌ এ‌ম‌ন‌ স‌ঙ্‌গ‌ি‌ গ্র‌হ‌ণ‌ে স‌চ‌ষ‌ে‌ট‌ হ‌োন‌; য‌ে ব‌ন‌ধ‌ু

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। কোন ফায়দা ছুটে গেলে সটো পূরণ করতে সহযোগিতা করবে। অধিক ইল্ম অর্জনে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার বরিক্তি দূর করবে। সে যেন স্বীয় দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে বশ্বিস্ত হয়। আল্লাহর জন্য উপদেশদাতা হয়। [দেখুন: ইবনে জামাআর ‘তায়করিাতুস সামে’]

অসৎ সঙ্গঠিকে দূরে থাকবেন। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি অন্যের দ্বারা সংগঠনে প্রভাবিত হয়। মানুষ হচ্ছে- পাখির ঝাঁকের মতন; একটা আরেকটাকে অনুকরণ করে থাকে। এমন কোন সঙ্গঠি সঙ্গঠিত্ব থেকে সাবধান থাকুন। কেননা এটি রোগতুল্য। এতে আক্রান্ত হওয়ার আগাই প্রতাহিত করা সহজ।

দশ:

উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: প্রাথমিক স্তরের ইল্ম কতিবের বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরং অবশ্যই একজন শাইখ থেকে নতি হয়; মৌলিক জ্ঞানগুলো যার রপ্ত আছে; যাতে করে স্থলন থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আপনার কর্তব্য হচ্ছে- শাইখের সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কেননা এটাই হচ্ছে- আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইল্ম হাছলির চাবিকাঠি। আপনার শাইখ যেন আপনার সম্মান, মর্যাদা ও কামেল আচরণের পাত্র হন। আপনি আপনার শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবেন: তাঁর সাথে বসার ক্ষেত্রে, কথা বলার ক্ষেত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, শ্রবণ করার ক্ষেত্রে, তার সামনে কতিবের পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষেত্রে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধিক কথা না বলা, নিজের কথা দিয়ে তার দরসের মধ্যে সংযোজনী না দোয়া, কোন জবাব দয়ার জন্য চাপাচাপি না করা, অধিক প্রশ্ন না করা বিশেষতঃ অনেকে মানুষের উপস্থিতিতে। কেননা এটি আপনাকে প্রবঞ্চিত করবে, আপনার বরিক্তির উদ্রেক করবে। আপনি শাইখকে তার নাম ধরে বা কুনয়িত ধরে ডাকবেন না। বরং এভাবে বলবেন: ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ) কথিবা বলবেন: ইয়া শাইখানা (হে আমাদের শাইখ)।

যদি আপনার কাছে শাইখের কোন ভুল চোখে পড়ে কথিবা কোন বস্মতি ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে আপনার চোখে যেন শাইখের মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কেননা এটি আপনার ইল্ম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ভুল থেকে বাঁচতে পারেন এমন কউে কি আছে? [দেখুন: শাইখ বাকর আবু যায়দে এর ‘হলিাতু তালবুল ইল্ম’]

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও অবচিলতা প্রার্থনা করছি। তিনি যেন আমাদেরকে সেই দনিট দিখোন যাই দনি আপনি আলমে হবেন, আল্লাহর দ্বীনরে জন্য সকলেরে রফোরনেস হবেন, মুতাকীদরে ইমাম হবেন। আমীন... আমীন। নকিটবর্তী কোন সাক্ষাতে আবার দেখা হবে। ওয়াস সালাম।